সংবাদ

তারিখ ‥ 25 AUG 2013
পৃষ্ঠা ‥ ১ ‥ কলাম ‥ ২

জবি ছাত্রলীগ কমিটি

পদ পেয়েছেন বিশ্বজিৎ হত্যা, শিক্ষক লাঞ্ছনা ও সাংবাদিক পেটানোর দায়ে অভিযুক্ত ও বহিষ্কৃতরা

আল হেলাল শুভ ও লুৎফর রহমান সোহাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে পদ দেয়া হয়েছে বিশ্বজিৎ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত, শিক্ষক ও গণমাধ্যমকর্মী লাঞ্ছিতকারী এবং বহিষ্কৃতদের। পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ার পর থেকে পদবঞ্চিত নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ। পদবঞ্চিতরা অভিযোগ করছেন, কমিটিতে সংগঠনের জন্য নিবেদিত কর্মীরা স্থান পাননি। তার বদলে কমিটিতে স্থান দেয়া হয়েছে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্তদের। কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিজ অঞ্চলের কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পদবঞ্চিতদের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জবি ছাত্রলীগের একাধিক পদবঞ্চিত নেতা সংবাদকে জানান, ক্যাম্পাসে যারা সংগঠনের দুর্দিনে রাজনীতি করেছে তাদের অনেককেই

হত্যা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

হত্যা : বিশ্বজিৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পদবঞ্চিত করা হয়েছে। এর বদলে অযোগ্য ও রাজনীতিতে পরিশ্রমহীনরা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের কাছের হওয়ায় তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে ১/১১ পরবর্তী সময়ে যারা সংগঠনের পরিশ্রমী কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিল তাদের অনেককেই কমিটিতে স্থান দেয়া হয়নি। পদ দেয়া হয়েছে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত ও বিতর্কিতদের। কমিটিতে বিশ্বজিৎ হত্যা, বহিষ্কৃত, শিক্ষক লাঞ্ছনাকারী, সাংবাদিক পেটানো, ছাত্রী উত্যক্ত ও চাঁদাবাজিসহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্তরা কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছেন। একই সঙ্গে কমিটির প্রকৃত তথ্য গণমাধ্যমের কাছ থেকে আড়াল করা হয়েছে।

কমিটির প্রথম সহ-সভাপতি করা হয়েছে জবি ছাত্রলীগের সভাপতি এফএম শরীফুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জুনাইয়েদ হোসেনকে। তার বাবা জামায়াতের ইসলামী প্রভাবশালী কর্মী বলে অভিযোগ রয়েছে। অপর পদ পাওয়া সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান জবি সাধারণ সম্পাদকের খুব ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে রয়েছে ক্যাম্পাসে ও ক্যাম্পাসের বাইরে একাধিক চাঁদাবাজির অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ফটকে বাহাদুর শাহ পরিবহন, পাটুয়াটুলিতে চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর রহমান খান পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও কমিটিতে স্থান পেয়েছেন অছাত্র ও বহিষ্কৃতরা। জবি ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়া সঞ্জীব বসাকের ছাত্রত্ব নেই। গত বছরের মে মাসে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের দুই শিক্ষককে পেটানোর দায়ে ছাত্রলীগ কর্মী সঞ্জীব বসাককে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদিকে বিসিএস পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত মুখলেছুর রহমান সেপুকেও এই কমিটিতে স্থান দেয়া হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর জবি ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া পুরান ঢাকার দর্জি দোকানি বিশ্বজিৎ দাস হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযুক্ত একাধিক কর্মী কমিটিতে স্থান পেয়েছেন বলে জবি ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত এইচএম কামরুল হাসান ও বিএম মেহেদী হাসানকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিও ফুটেজে হত্যাকাণ্ডে তাদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। চার্জশিট হওয়ার আগে তারা আত্মগোপনে ছিলেন বলেও জানা গেছে। এছাড়াও চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ছাত্রী উত্যক্ত করার একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিটি ১২১ সদস্যের বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হলেও কমিটির তালিকায় ১৯৪ জন সদস্যের নাম পাওয়া গিয়েছে। কমিটি গঠনে অমান্য করা হয়েছে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাঠামো। সংগঠনটিতে যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিকে জেলা কমিটির মর্যাদা দেয়া হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তাই এই ইউনিটের কমিটি হবে ১২১ সদস্যের। গণমাধ্যমে ১২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির তথ্য দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানালেও পরে কমিটি করা হয়েছে ১৯৪ জনের। ১৪ জন সহ-সভাপতি করার বিধান থাকলেও এই কমিটিতে ৩৭ জন সহ-সভাপতি করা হয়েছে। এছাড়াও ৭ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পরিবর্তে ৯ জন, ৭ জন সাংগঠনিক সম্পাদকের পরিবর্তে ৯ জন করা হয়েছে। এছাড়াও উপ-সম্পাদক হবে ২৩ সদস্যের, সহ-সম্পাদক হবে সাত সদস্যের, সদস্য হবে ৩৭ সদস্যের এবং সম্পাদক হবে ২৫ সদস্যের। তবে জবি ছাত্রলীগে সম্পাদক ও উপ-সম্পাদক করা হয়েছে ৮৭ জনকে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার দিন সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ প্রকাশ করা হয় ৮ জনের নাম। পরে জবি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে সাংবাদিকরা পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা চাইলে তা দিতে গড়িমসি করা হয় বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে জবি ছাত্রলীগের সভাপতি এফএম শরীফুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, বহিষ্কৃত ও বিশ্বজিৎ হত্যার সঙ্গে জড়িত কেউ কোন জবি ছাত্রলীগের কমিটিতে নেই। যাচাই-বাছাই করে জবি ছাত্রলীগের কমিটি দেয়া হয়েছে এজন্য ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজ কমিটিতে স্থান পায়নি। সঞ্জীব বসাকের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে জবির এক শিক্ষক জানান, সঞ্জীব বসাকের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে কোন কিছু শোনিনি।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৩ অক্টোবর শরীফুল ইসলামকে সভাপতি ও সিরাজুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে দুই সদস্যের কমিটি ঘোষণা করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদ। এ কমিটি হওয়ার সাড়ে আট মাস পর গত ১৮ জুলাই পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হয়।